

ভ্যাট টিপস-১২০/২০২৪:

বিষয়: কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ওপর ভ্যাটের প্রযোজ্যতা।

আজ আমরা মাঠ পর্যায়ে একটা জটিলতা নিয়ে আলোচনা করবো, ইন-শা-আল্লাহ। বিষয়টা হলো, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি না। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন E Passport and Automated Border Control Management Project শিরোনামে একটা প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পের মূল কাজ হলো, একটা অটোমেটেড সিস্টেম ব্যবস্থাপনা করা। বেশ কিছু হায়ারড আইটি প্রফেশনাল এই প্রকল্পে কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন লেঃ কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ হোসেন। তিনি সম্প্রতি এই প্রকল্পে Application System Administrator হিসেবে চুক্তির ভিত্তিতে যোগদান করেছেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তার প্রাপ্তি থেকে কনসালট্যান্ট হিসেবে ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে চায়। তাঁর চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে, ভ্যাট-ট্যাক্স যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে চুক্তিমূল্য থেকে কর্তন করতে হবে। প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষ এনবিআর বরাবরে আবেদন করে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদান করতে অনুরোধ করেছে। ইতোমধ্যে জনাব হোসেন আমার কাছে এ বিষয়টি জানতে চেয়েছেন।

পর্যালোচনার মূল বিষয়

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম তফসিল হলো ভ্যাটমুক্ত পণ্য ও সেবার তালিকা। এই তফসিলে দুটি খন্ড রয়েছে। প্রথম খন্ড হলো ভ্যাটমুক্ত পণ্যের তালিকা। দ্বিতীয় খন্ড হলো ভ্যাটমুক্ত সেবার তালিকা। দ্বিতীয় খন্ডের অনূচ্ছেদ ৬(খ) নিম্নরূপ:

“শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষক, টেকনিক্যাল বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (কনসালট্যান্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারী ফার্ম ও জরিপ সংস্থা ব্যতীত)।” এসআরও এর মাধ্যমে কনসালট্যান্সি ফার্মের ব্যাখ্যা দিয়ে আওতা ও পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার আওতা ও পরিধি নির্ধারণ করা হয়নি। তাই, কেউ কেউ মতামত দিয়ে থাকেন যে, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ যদি কোনো প্রকল্পে কাজ করেন তাহলে তাঁর সেবা কনসালট্যান্সি সেবার আওতাভুক্ত হবে এবং ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। আবার, কেউ কেউ মতামত দিয়ে থাকেন যে, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ যেহেতু প্রথম তফসিলে উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এই দ্বিমত থেকে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য মূল বিষয় হলো, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা বলতে কী বোঝায় তা বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার আওতা ও পরিধি নির্ণয় করা এবং কনসালট্যান্সি সেবা থেকে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার পার্থক্য নির্ণয় করা।

কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, কনসালট্যান্সি সেবা এবং ভ্যাট

প্রত্যেকটা পণ্য যেমন আলাদা, তেমনি প্রত্যেকটা সেবাও আলাদা। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার কাঠামো এরকমই। পণ্য চোখে দেখা যায়। তাই, একটি পণ্য থেকে আরেকটি পণ্য সহজে আলাদা করা যায়। সেবা চোখে দেখা যায় না। তাই, একটি সেবা থেকে আরেকটি সেবা সহজে আলাদা করা যায় না। বিশেষ করে যেসব সেবা সমজাতীয় প্রকৃতির সেসব সেবার ক্ষেত্রে দুটি সেবা আলাদা করতে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটা সেবাকে আলাদাভাবে বোঝার জন্য এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মুসক, তারিখ ১৩ জুন ২০২৯ এর মাধ্যমে প্রায় ১০০টি সেবার পরিধি নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই ১০০টি সেবার বাইরের সেবাগুলোর পরিধি নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। মূলত এই সেবাগুলোর আওতা ও পরিধি বুঝতে সমস্যা হয়। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা হলো এমন একটা সেবা। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থা জটিল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সেবাসমূহের পরিধি নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা। বিভিন্ন ভ্যাট হার থাকার কারণে বিভিন্ন সেবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়েছে। একটা ভ্যাট হার থাকলে সেবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হতো না। তখন প্রয়োগ সহজ হতো। যাহোক, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হলে, প্রতিটি সেবার যে আলাদা সংজ্ঞা এবং পরিধি রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে সমভাবে বুঝতে হবে। তা না হলে আইন প্রয়োগ করতে এমন জটিলতার উদ্ভব হবে। আমরা এই পর্যালোচনায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার সংজ্ঞা ও পরিধি এবং বিশেষ করে কনসালট্যান্সি সেবার সাথে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার পার্থক্য কী তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবো। সবশেষে আমরা একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হবো, ইন-শা-আল্লাহ।

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলের অনূচ্ছেদ ৬(খ) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনূচ্ছেদ ৬(খ) হুবহু একই রকম যা নিম্নরূপ:

“শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষক, টেকনিক্যাল বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (কনসালট্যান্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারী ফার্ম ও জরিপ সংস্থা ব্যতীত);”

অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইনে যে ওয়ার্ডিং ব্যবহার করা হয়েছিল, সে ওয়ার্ডিং ৩৩ বছরেও অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু কম্পিউটার জগত ১৯৯১ সালের তুলনায় বহুগুণ এগিয়ে গেছে, বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। আমাদের বোঝার মূল বিষয় হলো “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা” বলতে কী বোঝায়? আইনের ব্যাখ্যায় এবং আইন প্রয়োগে লেজিসলেটিভ ইন্টেনশান

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৯১ সালে যখন মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন আমরা মূলত “কম্পিউটার” শব্দ ব্যবহার করতাম। এই শব্দ দিয়ে আমরা এই সম্পূর্ণ সেক্টরকে বোঝাতাম। এরপর লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইনফরমেশন টেকনোলোজি সিস্টেম, ডাটা সেন্টার, নেটওয়ার্ক, ইনফরমেশন টোনোলোজি এনাবল্ড সার্ভিসেস, সোশ্যাল মিডিয়া এইসব টার্ম এই খাতের সাথে যুক্ত হয়েছে। তবে, ভ্যাট আইনে ওয়ার্ডিং এ কোনো সংশোধন/পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থাৎ এখনো “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ” বলতে এই সম্পূর্ণ খাতের বিশেষজ্ঞকে বোঝাবে। বিশেষজ্ঞ হলেন তিনি যিনি অল্প বিষয়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করেন। সংসদ বাংলা অভিধান অনুসারে, বিশেষজ্ঞ হলেন তিনি যিনি বিশেষ কোনো বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। কম্পিউটার বলতে আমরা বুঝি ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ইত্যাদি। এগুলো হলো যন্ত্র যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর সমষ্টি। তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম হলো ডাটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক যার সাথে মূলত কম্পিউটারের সাহায্যে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ ক্লায়েন্ট যুক্ত থাকে। অর্থাৎ কম্পিউটার জগত হলো হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বিশেষজ্ঞ এর সমষ্টি। হার্ডওয়্যার এর ক্ষেত্রে আমদানি, উৎপাদন ও ট্রেডিং স্তরে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে। কোথাও ভ্যাট অব্যাহতি আছে, কোথাও ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমদানি, উৎপাদন ও ট্রেডিং স্তরে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে। কোথাও ভ্যাট অব্যাহতি আছে, কোথাও ভ্যাট আরোপিত আছে। তথ্য-প্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবহার করে যে সেবা প্রদান করা হয়, সে সেবা হলো তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা। এই সেবার ওপর বর্তমানে ৫% ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সম্ভবত ২০১০ সালে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) এর পরিধি নির্ধারণ করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

“তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Animation (Both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Website Development and Services, Website Hosting, Digital Data Analytics, Business Process Outsourcing, Data Entry, Data Processing, Call Centre, Digital Graphics Design and Computer Aided Design, Search Engine Optimization, Web Listing, Document Conversion, Imaging and Archiving, Overseas Medical Transcription, Cyber Security Services, E-learning, E-book, E-Procurement and E-Auction.”

তাহলে কম্পিউটার জগতে আমরা পেলাম হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডাটা সেন্টার, ব্যাক-আপ সিস্টেম, নেটওয়ার্কিং, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ বা সমজাতীয় অন্য কোনো ডিভাইস, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি। এই সব কিছু তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে যে সেবা প্রদান করা হয়, সেই সেবা হলো কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা। আর এই সব সিস্টেম ব্যবহার করে যে সেবা প্রদান করা হয়, সে সেবাকে বলা হয় তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা। এই খাতের শুধুমাত্র “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ” সেবাকে আইনের প্রথম তফসিলে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলে ওই ধরনের পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয় যা সাধারণত স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন হয় না। স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে এমন পণ্য ও সেবাকে এসআরও জারি করে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়। অর্থাৎ “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ” সেবাকে দীর্ঘমেয়াদে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাই, বিগত ৩৩ বছরেও আইনে এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত ওয়ার্ডিং এ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। অন্যান্য ব্যক্তিগত সেবার মতো যেমন: অভিনেতা, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, অনুবাদক, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী ইত্যাদির মতো কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা হলো ব্যক্তিগত সেবা। এই সেবা ভ্যাটমুক্ত হবে, এটাই লেজিসলেটিভ ইনটেনশান বলে ধরে নেয়া যায়।

ভ্যাট আরোপিত হয় মূলত পণ্য ও সেবার ওপর। পণ্য দেখলেই চেনা যায়। তাই, পণ্যের সংজ্ঞা প্রদান করার প্রয়োজন হয়নি। সেবা ধরা-হোঁয়া যায় না। সেবা চিহ্নিত করা পণ্যের তুলনায় কঠিন। তাই, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আমরা যদি সেবার সংজ্ঞা সংক্রান্ত এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মুসক, তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ এর সেবার কোড নং এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা) এর সংজ্ঞা দেখি তাহলে সকল সেবাকে আমরা কয়েকটা লটে ভাগ করতে পারি। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

“অন্যান্য বিবিধ সেবা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নয়, এই প্রজ্ঞাপনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই, এবং উক্ত আইনের ধারা ১২৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়, পণ্যের বিনিময়ে প্রদত্ত এমন সকল সেবা।” অর্থাৎ সেবার লটগুলো হলো: (১) আইনের প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের সেবাসমূহ (ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত); (২) আইনের ধারা ১২৬ অনুযায়ী এসআরও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ; (৩) এসআরও নং-১৮৬তে সংজ্ঞায়িত প্রায় ১০০টি সেবা (ভ্যাটমুক্ত); এবং (৪) এই তিন ক্যাটাগরীর বাইরের সকল সেবা, অন্যান্য বিবিধ সেবা (ভ্যাটমুক্ত)। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (১) নং ক্যাটাগরীর আওতাভুক্ত এবং তা ভ্যাটমুক্ত। পণ্য যেমন একটা থেকে আর একটা আলাদা, সেবাও তেমনি একটা থেকে আর একটা আলাদা। পণ্য দেখা যায় বলে আমরা একটা পণ্য থেকে আর একটা পণ্যের পার্থক্য সহজে বুঝতে পারি। কিন্তু সেবা দেখা যায় না। তাই, একটা সেবা থেকে আর একটা সেবার পার্থক্য নির্ণয় করতে আমরা জটিলতায় পড়ি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিটা সেবা আলাদা। কনসালট্যান্সি সেবা একটা আলাদা সেবা। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা একটা আলাদা সেবা। এই দুই সেবার আলাদা পরিধি কি সেটা আমাদের বুঝতে হবে।

ওপরের ৪ লটের সেবার মধ্যে শুধুমাত্র লট নং (৩) এর সেবাগুলোর সংজ্ঞা দেয়া আছে। অন্যান্য লটের সেবাগুলোর বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়ে পরিধি নির্ণয় করা হয়নি। আইনে সংজ্ঞা দেয়া না থাকলে সেই সেবার পরিধি আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো? অন্যান্য আইনে

ওই সেবার কোনো সংজ্ঞা আছে কিনা তা দেখতে হবে। সাধারণ অর্থে ওই সেবা সম্পর্কে আমরা কি বুঝি তা বিশ্লেষণ করতে হবে। ওই শব্দের আভিধানিক অর্থ দেখতে হবে। ওই সেবার কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যযুক্ত সেবাগুলোর পরিধি আলাদা করতে হবে। তাহলেই সংশ্লিষ্ট সেবার আলাদা পরিধি পাওয়া যাবে। এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মুসক অনুসারে কনসালট্যান্সি সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

“কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম” অর্থ পণের বিনিময়ে যে কোনো পরামর্শক সেবা প্রদানে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যিনি কোনো সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন অথবা উহা বাস্তবায়নের তদারকি করেন।”

কনসালট্যান্সি সেবার উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, কনসালট্যান্সি সেবার পরিধি হলো: সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ দেয়া ও তদারকি করা।

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি যে, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার পরিধি কি এবং কিভাবে তা কনসালট্যান্সি সেবা থেকে পৃথক। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার যেহেতু পরিধি নির্ধারণ করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি, সেহেতু এই সেবার অর্থ কি তা সাধারণভাবে আমরা যেটা বুঝি সেটা গ্রহণ করতে হবে বা অন্য কোনো আইনে যদি থাকে সেটা বিবেচনা করতে হবে। কম্পিউটার বলতে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমষ্টি তথা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেম তথা ডাটা সেন্টার, ব্যাকআপ সিস্টেম, নেটওয়ার্কিং, সোশ্যাল মিডিয়া কাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ইত্যাদি কাজে সেবা প্রদান করাকে আমরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বলে বুঝি। আইনের প্রথম তফসিল অনুসারে, ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হলে তা ভ্যাটমুক্ত হবে। আইনের প্রথম তফসিলে আরো অনেক ব্যক্তিগত সেবা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে, যেমন: সাংবাদিক, অভিনেতা, গায়ক, বেতার ও টেলিভিশন পারফরমার, লেখক, পেশাদার ক্রীড়াবিদ, নৃত্য শিল্পী, অনুবাদক, টাইপিষ্ট, নিকাহ রেজিস্ট্রার, প্রাঙ্গার, কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, ইলেকট্রিক্যাল মিস্ত্রি, যানবাহনের চালক, ডিজাইনার ইত্যাদি। এইসব ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে যেসব সেবা প্রদান করেন তা ভ্যাটমুক্ত। আরো আগের কথা হলো, কর্মচারীর বেতন-ভাতার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই, সরকারি বা বেসরকারি যা-ই হোক না কেনো। এইসব ব্যক্তি সাধারণত কর্মচারী হিসেবে সেবা প্রদান করেন যা এমনিতেই ভ্যাটমুক্ত। অর্থাৎ কোনো কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ যদি চাকরি করেন তাহলে তার বেতন-ভাতা এমনিতেই ভ্যাটমুক্ত। তারপরও প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৬(খ)তে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্র্যাকেটে বলা হয়েছে যে কনসালট্যান্সি সেবা ব্যতীত। কনসালট্যান্সি সেবার যে পরিধি রয়েছে সেই পরিধি অনুসারে, কোনো ব্যক্তি যদি সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন বা তদারকি কাজ করেন, তাহলে তা হবে কনসালট্যান্সি সেবা। আর কোনো ব্যক্তি যদি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমষ্টি তথা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেম তথা ডাটা সেন্টার, ব্যাকআপ সিস্টেম, নেটওয়ার্কিং, সোশ্যাল মিডিয়া কাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ইত্যাদি কাজে সেবা প্রদান করেন তাহলে তা হবে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এবং আইনের প্রথম তফসিলের আওতায় পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তিগত সেবাসমূহের ন্যায় ভ্যাটমুক্ত হবে।

জটিলতার দিকসমূহ

কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে কিনা তা পর্যালোচনা করতে গেলে একটা বিষয় সামনে আসে এবং নির্ধারণের ভূমিকা পালন করে। সেটা হলো, প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৬(খ) ব্র্যাকেটের মধ্যের বর্ণনার অর্থ কি? বিশেষ করে ব্র্যাকেটের মধ্যে কনসালট্যান্সি সেবা উল্লেখ রয়েছে। এটাই মূল বিষয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এখানে ব্র্যাকেটের অর্থ হলো, কনসালট্যান্সি সেবার সংজ্ঞাভুক্ত কোনো কাজ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার আওতায় পড়বে না। আমি এরূপ মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। বরং আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার প্রিন্সিপল হলো, কোনো বড় খাতের আওতাভুক্ত ছোটো ক্ষেত্র নিয়ে প্রয়োজন হলে আলাদা সেবার সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করা হবে। এভাবে কোনো ছোটো এরিয়াকে আলাদা সেবা হিসেবে পরিধি নির্ধারণ করা হলে এই ছোটো ক্ষেত্রটুকু সম্পূর্ণরূপে আলাদা বিবেচনা করতে হবে। ভিন্ন ভ্যাট হার প্রয়োগ বা আরো নানাবিধ কারণে এভাবে বড় ক্ষেত্র থেকে ছোটো ক্ষেত্র আলাদা করা হয়। যেমন: মেরামত বা সার্ভিসিং সেবা (কোড এস০৩১.০০) হলো একটা বড় খাত। এর একটা অংশ আলাদা করে আর একটা সেবার সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেটা হলো, মোটর গাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কসপ সেবা (কোড এস০০৩.০০)। গাড়ি মেরামত কাজকে কখনো এস০৩১.০০ সেবার কোডের আওতায় মেরামত বা সার্ভিসিং সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কারণ, গাড়ি মেরামত সেবার জন্য আলাদা সেবার কোড করা হয়েছে। একইভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রে কনসালট্যান্সি সেবা থেকে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা আলাদা করা হয়েছে। আমরা যে কাজকে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা বলবো, সে কাজ কনসালট্যান্সি সেবার আওতাভুক্ত হবে না। ব্র্যাকেটের অর্থ হলো, মূল থেকে পৃথক। যেমন প্রথম তফসিলে অনেক ক্ষেত্রে ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে। ব্র্যাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২.৫ কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত। অর্থাৎ মূল অংশ আলাদা, ব্র্যাকেটের অংশ আলাদা। তাই, আমাদেরকে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার পরিধি বুঝতে হবে। এই সেবাকে আলাদা বিবেচনা করতে হবে। এই সেবাকে কনসালট্যান্সি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে না। এরূপ করা হলে আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, জটিলতা সৃষ্টি হবে।

আবার, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কনসালট্যান্সি সেবার সংজ্ঞার মধ্যে “ব্যক্তি” অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই, কোনো ব্যক্তি যদি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করেন, তাহলে তা কনসালট্যান্সি সেবা হিসেবে ভ্যাটযোগ্য হবে। এটা ভুল ধারণা বা ব্যাখ্যা। দুটো বিষয়ের ওপর আমরা যদি নজর দেই তাহলে এ বিষয়টা পরিষ্কার হবে। এক হলো, কিছু ব্যক্তিগত সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; তার মধ্যে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুই হলো, কনসালট্যান্সি সেবার সংজ্ঞার মধ্যে “ব্যক্তি” অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কনসালট্যান্সি সেবার পরিধির কোনো কাজ যদি কোনো ব্যক্তি সম্পাদন করেন, তাহলে তা কনসালট্যান্সি সেবা হিসেবে গণ্য হবে ও ভ্যাটযোগ্য হবে। কনসালট্যান্সি সেবার পরিধির কোনো কাজ যদি কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করে, তাহলে তা কনসালট্যান্সি সেবা হিসেবে গণ্য হবে ও ভ্যাটযোগ্য হবে। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার পরিধির কোনো কাজ যদি কোনো ব্যক্তি সম্পাদন করেন, তাহলে তা ব্যক্তিগত সেবা হিসেবে গণ্য হবে ও ভ্যাটমুক্ত হবে। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার পরিধির কোনো কাজ যদি কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করে, তাহলে তা অন্যান্য বিবিধ সেবা হিসেবে গণ্য হবে ও ভ্যাটযোগ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার পরিধির কাজ ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে; তাই, এই সেবা ব্যক্তিগত সেবা হিসেবে ভ্যাটমুক্ত হবে। কোনো প্রকল্পে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হলে যদি তা কনসালট্যান্সি সেবা হিসেবে ভ্যাটযোগ্য হয়, তাহলে ভ্যাটমুক্ত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা কোনটা হবে? প্রকল্পের বাইরে যীরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে চাকরি করেন, তাঁদের সেবা এমনিতেই ভ্যাটমুক্ত। তাহলে আইনের প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৬(খ) এর প্রয়োগ কোথায় হবে? তাহলে লেজিসলেটিভ ইনটেনশান কি? এসব প্রশ্নের কী উত্তর রয়েছে?

মাঠ পর্যায়ের প্র্যাকটিস

সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৭ আগস্ট ২০২২ তারিখের নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০১২.১২(অংশ-২)/২৮৪ অনুসারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাদীন Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) প্রকল্পে কর্মরত আইসিটি বিশেষজ্ঞদের বিল হতে ভ্যাট কর্তন করা হয় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাদীন এটুআই প্রকল্পে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাদীন Strengthening Public Financial Management Program to Enable service Delivery (SPFMS) প্রকল্পে এবং নির্বাচন কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাদীন একটি প্রকল্পেও আইসিটি বিশেষজ্ঞদের বিল হতে ভ্যাট কর্তন করা হয় না মর্মে জানা গেছে।

আইন বনাম চুক্তি

জনাব হোসেনের বর্ণনামতে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রযোজ্য ভ্যাট-ট্যাক্স চুক্তিমূল্য থেকে কর্তন করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেই ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যদি ভ্যাট প্রযোজ্য হয়, কেবলমাত্র তাহলেই ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যদি আইনের আওতায় ভ্যাট প্রযোজ্য না হয়, তাহলে চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩ এ উল্লেখ রয়েছে যে, অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে যা কিছু থাকুক না কেনো মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে। তাই, চুক্তিতে কি উল্লেখ রয়েছে সেটা মূল বিবেচনার বিষয় নয়, বরং ভ্যাট আইনের বিধান কি সেটা হলো মূল বিবেচনার বিষয়। যদি ভুলভাবে চুক্তি করা হয়, তাহলে ওই চুক্তির শর্ত বিবেচনা না করে ভ্যাটের বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাদীন EDGE প্রকল্পের ১৩টি পদে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শকগণ প্রকল্পের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সেবা প্রদান করছেন। উক্ত সেবার ওপর ভ্যাটের প্রযোজ্যতার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত চাওয়া হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০১২.১২(অংশ-২)/২৮৪, তারিখ: ০৭ আগস্ট, ২০২২ এর মাধ্যমে ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৬(খ) (ব্যক্তিগত সেবা) এর উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে “ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সেবা প্রদান করা হলে মুসক প্রযোজ্য হবে না। তবে, কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হলে সে ক্ষেত্রে মুসক কর্তন করতে হবে।” ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটের নথি নং-৪(৬)৮১৩-মুঃনীঃ/মুসক অব্যাহতি/২০১৭/৬৮৪, তারিখ: ০৬/১১/২০২২ এর মাধ্যমে জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞকে জবাব প্রদান করা হয়েছে। জনাব রহমান কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে Individual Contract এর ভিত্তিতে IT Consultant হিসেবে কাজ করেন এবং Monthly remuneration হিসেবে সেবামূল্য গ্রহণ করছেন। ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে “আপনার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা প্রথম তফসিলে বর্ণিত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে গৃহীত হলে, তা মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত মর্মে গণ্য হবে।” তবে, আলোচ্য সেবাসমূহ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা কিনা সে বিষয়ে এই জবাবগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মতামত দেয়া হয়নি। জবাবে বলা হয়েছে যে, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হলে বা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে গৃহীত হলে মুসক প্রযোজ্য হবে না। তাই, এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য মূল বিষয় হলো, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা বলতে কী বোঝায় তা বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার আওতা ও পরিধি নির্ণয় করা যা পূর্বের অনুচ্ছেদসমূহে করা হয়েছে।

সম্ভাব্য সমাধান:

উপরের পর্যালোচনা মোতাবেক, আমার মতামত হলো, আইনের বর্তমান কাঠামো অনুসারে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, আইনের বিধান সরলীকরণ প্রয়োজন রয়েছে। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার পরিধি নির্ধারণ করে নিম্নরূপে একটা সংজ্ঞা দেয়া যায়। তাহলে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি হবে না তা নিয়ে বিতর্কের অবসান হবে। আবার, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন তাহলে আইনের প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৬(খ) থেকে “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ” বিলুপ্ত করা যায়। তবে, তা সমীচীন হবে বলে মনে করি না। কারণ অনেকগুলো ব্যক্তিগত সেবা থেকে ভ্যাট মওকুফ করা হয়েছে। তাই, ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হলে ভ্যাট মওকুফ না করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখি না।

কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ হতে পারে:

সেবার কোড এস০৯৯.৭০ “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কম্পিউটার বিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা বা তদুর্ধ্ব ডিগ্রীধারী এবং যিনি পণের বিনিময়ে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডাটাবেইজ, নেটওয়ার্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম, ব্যাকআপ সিস্টেম, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ বা অন্য কোনো সমজাতীয় ডিভাইস, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কার্য সম্পাদন করেন।”

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে যে, এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো ৪টি। যথা: (১) কর আরোপের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ; (২) কর আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ; (৩) বিধি-বিধান সুসংহতকরণ; এবং (৪) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন। অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ রহিত করে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণয়ন করার অন্যতম উদ্দেশ্য সহলো সহজীকরণ করা। সহজীকরণের একটা উত্তম উদাহরণ হলো আজকের আলোচনার বিষয়। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবাকে কনসালট্যান্সি সেবা থেকে পৃথক করে দুটি সেবার সুনির্দিষ্ট আওতা ও পরিধি নির্ধারণ করতে হবে। আর যদি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ওপর ভ্যাট প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৬(খ) থেকে “কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ” বিলুপ্ত করতে হবে। তাহলেই বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে। এই বিধান বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা থাকবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা সহজীকরণ প্রয়োজন।

জনাব হোসেন জানিয়েছেন যে, তাঁর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এনবিআর বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছে যেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের EDGE প্রকল্পের মতো E Passport and Automated Border Control Management Project বরাবরে এনবিআর পত্র দিয়ে জানিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এভাবে শত শত, হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান বরাবরে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেয়ার মতো সময় এবং মানবসম্পদ এনবিআরে নেই। আইন প্রয়োগের পদ্ধতি হলো, আইনের বিধান জেনে-বুঝে তা পরিপালন করতে হবে। নিজে না জানলে প্রফেশনালদের সহায়তা নিতে হবে। আইন প্রয়োগ করার আর একটা পদ্ধতি হলো রেফারেন্স ব্যবহার করা। যেহেতু এনবিআর সমজাতীয় একটা প্রজেক্টকে লিখে জানিয়েছে যে, সেখানে কর্মরত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না, সেহেতু আপনার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এই রেফারেন্স ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া, মাঠ পর্যায়ে অন্যান্য সমজাতীয় প্রজেক্টে কি প্র্যাকটিস অনুসরণ করা হচ্ছে তা বিবেচনায় নেয়া যায়।

উপরের পর্যালোচনা থেকে এই মতামতে উপনীত হওয়া যায় যে, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে প্রদত্ত সেবা ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল অনুযায়ী ভ্যাটমুক্ত হবে। তবে, রেগুলেটরী এজেন্সী যদি এ বিষয়ে অন্যবিধ কোনো নির্দেশনা দেয় বা দিয়ে থাকে, তাহলে তা পরিপালন করতে হবে।

ধন্যবাদ এবং শুভ কামনা।

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

ভ্যাট বিশেষজ্ঞ।

০৬.০৪.২০২৪